সাম্প্রতিক সমাচার সেপ্টেম্বর – ২০২৫

সূচিপত্র

সেকশন ১ - কালানুক্রমিক সাম্প্রতিক তথ্যাবলী 2

সেকশন – ২: বিশেষ তথ্যাবলি 5

- বাংলাদেশ বিষয়াবলি: 5
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি: 6
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস ও প্রতিপাদ্য: 8

সেকশন – ৩: রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য 8

- জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক 8

সেকশন – ৪: পদক-পুরস্কার ও সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য 10

- কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার 10
- উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি পুরস্কার 11
- এমবিই খেতাব 11
- নারী কোপা আমেরিকা 11
- UEFA Women's EURO 2025 12
- Shanghai Cooperation Organisation (SCO) শীর্ষ সম্মেলন- ২০২৫ 12

সেকশন ৫ – টিকা, সম্পাদকীয় ও তথ্য বিশ্লেষণ 12

১. ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও চীন-ভারত সম্পর্কের পুনর্গঠন 12

২. বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি: অর্থনৈতিক সংকট ও নীতি চ্যালেঞ্জ 13

৩. বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক: ইতিহাস, আস্থা ও ভবিষ্যত 14

৪. রোহিঙ্গা ইস্যু: মানবিক বিপর্যয় ও আন্তর্জাতিক দায় 15

৫. ডিপফেক: প্রযুক্তি নাকি বিভ্রান্তি 17

Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন ১ - কালানুক্রমিক সাম্প্রতিক তথ্যাবলী

আগস্ট – ০১

- মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ কার্যকর।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর ২০% পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত করে।

আগস্ট – ০২

- নারী কোপা আমেরিকার ফাইনালে টাইব্রেকারে কলম্বিয়াকে হারিয়ে নবমবারের মতো শিরোপা জিতে ব্রাজিল।

আগস্ট– ০৪

- সহকারী কমিশনারদের (ভূমি) পদায়ন নীতিমালা, ২০২৫' জারি করে ভূমি মন্ত্রণালয়।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।
- ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোকে গৃহবন্দি করার নির্দেশ দেয় দেশটির সুপ্রিমকোর্ট।
- যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস (আইএনএফ) চুক্তি থেকে বের হয়ে আসে রাশিয়া।

আগস্ট – ০৫

- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তির দিন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

আগস্ট – ০৬

- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪ তম প্রয়াণবার্ষিকী। (২২শে শ্রাবণ)
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন।
- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করতে ইতালির মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।
- হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ বছর পূর্তি পালন।

আগস্ট – ০৭

- বাংলাদেশি পণ্যে ২০% পাল্টা মার্কিন শুল্ক কার্যকর।
- যুক্তরাজ্যে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি এবং গৃহহীনতা বিষয়ক মন্ত্রী রুশনারা আলী পদত্যাগ করেন।
- জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন মনুস্কোতে দায়িত্বরত বাংলাদেশ পুলিশের নারী কন্টিনজেন্ট ব্যানএফপিইউ-১ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা পদক প্রদান করা হয়।
- রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক ড্রোন টুর্নামেন্ট শুরু।

আগস্ট – ০৮

- জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ১০০ জন নারীকে জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান করা হয়।
- ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা অবরুদ্ধ গাজা সিটি দখলের অনুমোদন দেয়।
- স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA) ভারতকে সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তির ওপর স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে আর্মেনিয়া বা ও আজারবাইজানের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর।

আগস্ট– ১০

- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 2025 জারি।
- চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ১০১ তম জন্মবার্ষিকী পালিত।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য দেশে এই প্রথম প্রিপেইড কার্ড উদ্বোধন করে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি), সেবা পে ও মাস্টারকার্ড।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ফিলিস্তিনের গাজা শহরের আল-শিফা হাসপাতালের কাছে ইসরায়েলি হামলায় কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার পাঁচ সাংবাদিক নিহত হয়।

আগস্ট – ১১

- তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- বাংলাদেশ থেকে চার ধরনের পাটপণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারত।
- পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বালুচ লিবারেশন আর্মি এবং তাদের অপারেশন শাখা মাজিদ ব্রিগেডকে 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র।

আগস্ট – ১২

- বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করে।
- বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ৫টি সমঝোতা স্মারক সই ও ৩টি নোট অব এক্সচেঞ্জ বিনিময় হয়।

আগস্ট – ১৩

- প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (UKM) থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

আগস্ট – ১৪

- পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর 'রকেট ফোর্স কমান্ড' গঠনের ঘোষণা দেয় দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

আগস্ট– ১৫

- যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত 'জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন' সামরিক ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
- চীনের বেইজিংয়ে বিশ্বের প্রথম মানবাকৃতি রোবট গেমস শুরু।

আগস্ট– ১৬

- বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকায় পাইপলাইনে জ্বালানি তেল সরবরাহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন।

আগস্ট – ১৭

- ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাকে 'ডিগ্রেডেড এয়ারশেড' হিসেবে ঘোষণা।
- 'বিটিভিতে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা 'নতুন কুঁড়ি' কার্যক্রম উদ্বোধন।
- সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ স্থাপন প্রকল্পের অনুমোদন দেয় একনেক।

আগস্ট – ১৮

- মৎস্য খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫ পেয়েছেন ১৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (DITF) নাম পরিবর্তন করে 'ঢাকা বাণিজ্য মেলা (DIF)' করা হয়।

আগস্ট – ২০

- গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী 'মওলানা ভাসানী' সেতুর উদ্বোধন।
- জাপানের ইয়োকোহামায় আফ্রিকার উন্নয়নবিষয়ক নবম টোকিও আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু।

আগস্ট– ২১

- জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচারের দাবি এবং জাতিসংঘের প্রতিবেদনকে 'ঐতিহাসিক দলিল' হিসেবে ঘোষণার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।
- বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তির খসড়া অনুমোদন করে উপদেষ্টা পরিষদ।
- উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন), ২০২৫ নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন।
- ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল পাস।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

আগস্ট – ২২

- গাজায় প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করে জাতিসংঘ।
- ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে প্রথমবারের মতো ক্লাস্টার ওয়ারহেডযুক্ত ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি।

আগস্ট – ২৩

- পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

আগস্ট – ২৪

- বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি, চারটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও একটি কর্মসূচি (প্রোগ্রাম) সই।
- কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ইস্যুতে ৪০টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৩ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে (PSC) নতুন নিয়োগ পাওয়া তিন সদস্যকে শপথ পড়ান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
- গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া থেকে নারায়ণগঞ্জের মদনপুর পর্যন্ত ৪৮ কিমি ঢাকা বাইপাস সড়কের ১৮ কিমি অংশের উদ্বোধন করা হয়।

আগস্ট – ২৫

- রোহিঙ্গা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মূল অধিবেশনে যোগ দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আওতায় দেশে প্রথমবারের মতো চার অঞ্চলকে 'অতি উচ্চ পানি সংকটাপন্ন এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করে ভারত।
- যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান পরিবহন সংস্থা কোরিয়ান এয়ার প্রায় ৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের চুক্তি করে।

আগস্ট – ২৬

- জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।

আগস্ট – ২৭

- কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। (১২ ভাদ্র)

আগস্ট – ২৮

- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৪ দফা অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা রেখে রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অলাভজনক তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ এবং আরেকটি স্থলবন্দরের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

আগস্ট– ২৯

- ঢাকায় দুদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স ২০২৫' শুরু।
- থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির সাংবিধানিক আদালত।
- ইসরায়েলের জন্য আকাশসীমা ও সমুদ্রবন্দর বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে তুরস্ক।

আগস্ট – ৩১

- সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) ২৫তম শীর্ষ সম্মেলন চীনের তিয়ানজিনে শুরু হয়।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন – ২: বিশেষ তথ্যাবলি

(বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)

❖ বাংলাদেশ বিষয়াবলি:

- সংশোধিত গেজেট অনুযায়ী, বর্তমানে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদের সংখ্যা ৮৩৬ জন।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে ৬৩.৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার।
- ডেঙ্গুতে মৃত্যুহারের দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- ১ম।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী শিক্ষা সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন- রেহানা পারভীন।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম আঞ্চলিক দপ্তর কোথায় চালু করা হবে- চট্টগ্রামে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে দেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৪.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- 'গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস ২০২৫'– প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ।
- ২ আগস্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের যৌথ সামরিক মহড়ার নাম- টাইগার শার্ক।
- তিস্তা প্রকল্পের পুরো নাম 'কম্প্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেস্টোরেশন অব তিস্তা রিভার প্রজেক্ট' বা তিস্তা নদীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ছিল ১২.৪ বিলিয়ন ডলার।
- বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিশিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) প্রকাশিত 'ইকনোমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউজহোল্ড লেবেল ইন মিড ২০২৫' শীর্ষক এক জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, দেশে অতি দারিদ্র্যের হার ৯.৩৫ শতাংশ। এছাড়া, দেশে গত তিন বছরে দারিদ্রের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭.৯৩ শতাংশ।
- জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুসারে, দেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে বাস করছে- প্রায় ৩ কোটি ৯৭ লাখ ৭৭ হাজার মানুষ।
- রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৭ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন।
- বাংলাদেশে ৫১টি কোয়ারি (পাথর, বালু ইত্যাদি উত্তোলনের নির্দিষ্ট স্থান) রয়েছে।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ- ২৭ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চালের আমদানি সবচেয়ে বেড়েছে।
- দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (বিআইএফএফ) 'জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ' নামে একটি নতুন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- কারাগারকে সংশোধনের কেন্দ্র হিসেবে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জেল-এর নাম পরিবর্তন করে 'কারেকশন সার্ভিস বাংলাদেশ' রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথম অ্যাপনির্ভর গ্রাহক সেবা চালু করেছে- ইউনাইটেড ফাইন্যান্স।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকের নীতিমালা প্রণয়ন করে- ১৪ জুন, ২০২৩।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বা প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে- ৩৯ হাজার কোটি টাকা।
- ইসি ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে।
- চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অলিম্পিয়াডে ২টি ব্রোঞ্জপদক জিতেছে বাংলাদেশ।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- সন্দ্বীপে মেঘনা নদীর মোহনায় জেগে ওঠা 'সবুজ চর'-এর আয়তন ৮০ বর্গকিলোমিটার।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV) শিশু-কিশোরদের প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠান 'নতুন কুঁড়ি' শুরু হয় ১৯৭৬ সালে।
- সম্প্রতি বাংলাদেশে জার্মানির নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের নাম ড. রুডিগার লোটজ।
- দেশের প্রথম বাণিজ্যিক ঘোড়ার খামার কোথায় উদ্বোধন করা হয় ময়মনসিংহে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ড্রাগন ফল উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ঝিনাইদহ।
- জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যুব উপদেষ্টা পরিষদে বাংলাদেশ থেকে মনোনীত হন ফারজানা ফারুক ঝুমু।
- সিলেটের ভোলাগঞ্জ জিরো পয়েন্ট যে নদীর উৎস মুখে অবস্থিত- ধলাই নদ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিলুপ্ত করে নতুন ২টি রেভিনিউ পলিসি ডিভিশন ও রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন চালুর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
- বাংলাদেশের মেট্রোরেল প্রকল্পে প্রথমবারের মতো অর্থায়ন করতে যাচ্ছে- বিশ্বব্যাংক।
- কনটেইনার পরিবহনের বৈশ্বিক 'ওয়ান হানড্রেড পোর্টস ২০২৫' তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ৬৮তম।
- 'জুলাই আর্ট ওয়ার্ক'- ঢাকার মেট্রোরেল পিলারে অঙ্কিত গ্রাফিতি।
- কবি জসীমউদদীনের কবর কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'শতবর্ষে কবর' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন - মফিজ ইমাম মিলন।
- যুক্তরাজ্যের 'উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন- বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম।
- ফোর্বস ম্যাগাজিনের করা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষ ১০০টি স্টার্টআপ কোম্পানির মধ্যে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের দুটি কোম্পানি; রাইড শেয়ারিং কোম্পানি 'পাঠাও' এবং চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী 'সম্ভব'।
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২ শতাংশ পাট ও পাটপণ্য থেকে উপার্জিত হয়।
- ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) বাংলাদেশ বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে- ১.২৫ বিলিয়ন ডলার।
- পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসনের (ইএসজি) ওপর ভিত্তি করে ব্লুমবার্গের টেকসই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের ১১ প্রতিষ্ঠান।
- 'ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন' অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করবে- চীনা ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান লিজ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ।
- ২০২৪–২৫ অর্থবছরে দেশে সবজি উৎপাদন হয়েছে- ২ কোটি ৫০ লাখ লাখ টন।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা সমমূল্যের ৯১ হাজার মেট্রিক টন মাছ বা মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পরিমাণ সুতা আমদানি করে ভারত থেকে।
- দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)।
- বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে ৪ মিলিয়ন ইউরো সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।
- যুক্তরাজ্যের সম্মানসূচক এমবিই উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন- শাহীন আনাম।
- 'পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন' বইয়ের লেখক অধ্যাপক যতীন সরকার।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী আম্পায়ার হিসেবে বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করতে যাচ্ছেন- সাথিরা জাকির জেসি।

❖ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি:

- ১৫ আগস্ট ২০২৫ ট্রাম্প-পুতিন ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- আলাস্কা, যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা- কুয়েতি দিনার এবং বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে বেশি লেনদেনকৃত মুদ্রা মার্কিন ডলার।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ইউক্রেনের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল নিয়ে দনবাস গঠিত।
- চীনের পর যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার।
- বিশ্বের শীর্ষ তেল উত্তোলনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
- রাশিয়ার তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা দেশ- ভারত।
- 'স্ন্যাপব্যাক মেকানিজম'- স্বয়ংক্রিয় নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল প্রক্রিয়া।
- সম্প্রতি, ইসরায়েলের জন্য আকাশসীমা ও সমুদ্রবন্দর বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে-তুরস্ক।
- অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে 'ওয়ান ইন-ওয়ান আউট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- যুক্তরাজ্য-ফ্রান্সের মধ্যে।
- 'ফ্লেমিঙ্গো' নামে দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে- ইউক্রেন।
- ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে- স্লোভেনিয়া।
- বিশ্বে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারমূল্য অতিক্রম করেছে- মাইক্রোসফট।
- গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ৪২টি দেশের সাবমেরিন রয়েছে।
- সম্প্রতি আফ্রিকার নাইজেরিয়াতে প্রথমবারের মতো এআইভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার যাত্রা শুরু করে।
- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করছে- ইতালি।
- ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করবে- যুক্তরাষ্ট্র।
- ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম- বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ও গ্রহণযোগ্য বহুপক্ষীয় সংলাপভিত্তিক মঞ্চ।
- প্রথমবারের মতো একটি হিউম্যানয়েড রোবটকে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি করে- চীন।
- যুক্তরাষ্ট্রের এলমেনডর্ফ রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটি অবস্থিত- আলাস্কায়।
- বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ক্লিউচেভস্কয় অবস্থিত- রাশিয়ায়।
- জাপানের ফুকুশিমায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় ধ্বংসাবশেষ সরাতে ব্যবহৃত দুটি রোবটের নাম- স্পট ও প্যাকবট।
- সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যাংক ইউবিএস গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোপের প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ দেশ- হাঙ্গেরি।
- বিশ্বের প্রথম এইডস টিকা তৈরির প্রকল্পে কাজ করছে- রাশিয়া।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ সেতু নির্মাণ করেছে- চীন।
- জাপান থেকে অত্যাধুনিক ফ্রিগেট যুদ্ধজাহাজ আমদানি করতে যাচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া।
- বিশ্বের শীর্ষ ইউরেনিয়াম উৎপাদনকারী দেশ কাজাখস্তান।
- 'শহীদ সোলাইমানি' স্যাটেলাইট নক্ষত্রমালা নির্মাণ করছে- ইরান।
- পোল্যান্ডের নোগাত নদীর তীরে অবস্থিত মালবর্ক দুর্গটি আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দুর্গ।
- ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী রাশিয়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে।
- বিশ্বের সর্বোচ্চ পরিমাণের বৃষ্টিপাতের দেশ কলম্বিয়া।
- ক্লাউড সিডিং : কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর প্রক্রিয়া।
- 'ক্লাউড ব্রাস্ট' অল্প সময়ের মধ্যে মেঘ জমে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হওয়া।
- সম্প্রতি, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া উপকূলে সমুদ্রের তলদেশে প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো এক নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।
- 'মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ' প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।
- 'ডিপফেক' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়া ছবি ও ভিডিও তৈরি করা।
- জাপানে 'টাইফুন' ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবে- যুক্তরাষ্ট্র।
- সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে নির্মিতব্য 'জেদ্দা টাওয়ার' এর উচ্চতা ৩ হাজার ২৮১ ফুট।
- গ্লোবাল টাইগার ফোরামের (GIF) ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে বন্য বাঘের সংখ্যা প্রায় ৫,৫৭৪।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- ২১ আগস্ট ২০২৫ ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে ও ওমান সাগরে ইরানের নৌবাহিনীর করা সর্বশেষ সামরিক মহড়ার নাম- ইকতেদার ১৪০৪।
- সাফ অনূর্ধ্ব–১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে- ভারত।
- UEFA Women's EURO: 2025-এর ১৪তম আসরের চ্যাম্পিয়ন হয়- ইংল্যান্ড (দ্বিতীয়বার)।
- ২০২৭ সালের নারী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে- ব্রাজিলে।

❖ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস ও প্রতিপাদ্য:

তারিখ	দিবসের নাম	প্রতিপাদ্য
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস।	স্তন্যপানকে অগ্রাধিকার দিন : টেকসই সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।
৫ আগস্ট	জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস।	-
৬ আগস্ট	হিরোশিমা দিবস।	-
৯ আগস্ট	আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। নাগাসাকি দিবস।	আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ।
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস।	প্রযুক্তি নির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি।
১৭ আগস্ট	নদী অধিকার দিবস।	-
১৮ আগস্ট	ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ দিবস।	-
১৯ আগস্ট	বিশ্ব মানবতা দিবস। বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস।	-
২৩ আগস্ট	দাস ব্যবসা ও এর বিলোপ স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস।	-
২৯ আগস্ট	পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস।	-
৩০ আগস্ট	আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস।	-

সেকশন – ৩: রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য

❖ জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক

প্রতিবেদনের শিরোনাম: National Multidimensional Poverty Index For Bangladesh.
প্রকাশকাল: ৩১ জুলাই, ২০২৫।
প্রকাশক: পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED)।

➢ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার ১১টি সূচকের সমন্বয়ে হিসাব করা হয়।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

➢ ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এবং ২০১৯ সালের বহু সূচক বিশিষ্ট গুচ্ছ জরিপের (Multiple Indicator Cluster Survey) ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য	
বহুমাত্রিক দারিদ্র্য	২৪.০৫% (৩ কোটি ৯৮ লাখ)
গ্রামীণ	২৬.৯৬%
শহরে	১৩.৪৮%
০-৯ বছর	২৮.৬৪%
১০-১৭বছর	২৮.৮৩%
প্রাপ্ত বয়স্ক (১৭ বছরের বেশি বয়সি)	২১.৪৪%
সবচেয়ে বেশি	সিলেট (বিভাগ) বান্দরবান (জেলা)
সবচেয়ে কম	খুলনা (বিভাগ) ঝিনাইদহ (জেলা)

১১টি সূচকের হার (%)	
আবাসন	৬১.৭৯
ইন্টারনেট সুবিধা	৫৯.২৭
স্যানিটেশন	৫৭.২২
সম্পদ	৪৪.৮৯
রান্নার জ্বালানি	৩৪.৬৩
পানি	১৯.৮৯
শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	১৬.৫৮
পুষ্টি	১৪.৮৮
বিদ্যুৎ	৭.৭৫
প্রজনন সংস্থা	৫.০০

বিভাগভিত্তিক (%)	
সিলেট	৩৭.৭০
ময়মনসিংহ	৩৪.৯৫
বরিশাল	৩১.৫৭
চট্টগ্রাম	২৭.২৪
রংপুর	২৫.০৪
রাজশাহী	২২.২৬
ঢাকা	১৬.৯৫
খুলনা	১৫.২২

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

শীর্ষ ৫ জেলা

২০১৬ সালের HIS অনুযায়ী		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য	
জেলা	দারিদ্র(%)	জেলা	দারিদ্র(%)
কুড়িগ্রাম	৭০.৮০	বান্দরবান	৬৫.৩৬
দিনাজপুর	৬৪.৩০	কক্সবাজার	৪৭.৭০
বান্দরবান	৬৩.২০	সুনামগঞ্জ	৪৭.৩৬
মাগুরা	৫৬.৭০	রাঙ্গামাটি	৪৫.৮৯
কিশোরগঞ্জ	৫৩.৫০	ভোলা	৪৫.১২

সর্বনিম্ন ৫ জেলা

২০১৬ সালের HIS অনুযায়ী		বহুমাত্রিক দারিদ্র্য	
জেলা	দারিদ্র(%)	জেলা	দারিদ্র(%)
নারায়ণগঞ্জ	২.৬০	ঝিনাইদহ	৮.৬৬
মুন্সীগঞ্জ	৩.১০	ঢাকা	৯.১৯
মাদারীপুর	৩.৭০	গাজীপুর	৯.৬৩
গাজীপুর	৬.৯০	যশোর	১০.৫৮
ফরিদপুর	৭.৭০	মেহেরপুর	১১.০৮

সেকশন – ৪: পদক-পুরস্কার ও সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য

❖ কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার

- তরুণদের সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহ প্রদান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে মাসিক সাহিত্যপত্র কালি ও কলম ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর 'কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কার' দিয়ে আসছে।
- এই পুরস্কার বাংলাদেশে তরুণদের জন্য প্রবর্তিত সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার।
- পুরস্কারটির অর্থমূল্য দুই লাখ টাকা।
- ২০২৪ সালের কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কারলাভ করেন-

বিভাগ	অবদান	কবি ও লেখক
কবিতা	সতীতালয় (কাব্যগ্রন্থ)	অস্ট্রিক ঋষি
কথাসাহিত্য	নির্বাচিত দেবদূত (গল্পগ্রন্থ)	সাজিদ উল হক আবির
প্রবন্ধ ও গবেষণা	শতবর্ষে চা-শ্রমিক আন্দোলন: ডেডলাইন ২০ মে ১৯২১	মুহাম্মদ ফরিদ হাসান
মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লব	একাত্তরের অবরুদ্ধ দিনের দুঃসাহস: সাগাই ফোর্ট এস্কেপ	স্বরলিপি (রাশিদা খাতুন)
শিশু-কিশোর সাহিত্য	তিলকুমারের যাত্রা	নিয়াজ মাহমুদ

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি পুরস্কার

- যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম 'উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি' পুরস্কারে ভূষিত হন।
- ২৯ জুলাই ২০২৫ তাকে লন্ডনে কর্মরত নারী কূটনীতিকদের পেশাদারিত্ব ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
- লন্ডনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে কর্মরত নারী কূটনীতিকদের বিশেষ ফোরাম 'উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি সেক্রেটারিয়েট' এই পুরস্কার প্রদান করে।
- বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম 'চ্যাম্পিয়ন ফর উইমেন রাইটস রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি' ক্যাটাগরিতে সম্মাননাটি পান।
- কূটনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য 'উইমেন ইন ডিপ্লোমেসি নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়।

❖ এমবিই খেতাব

- ২০২৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামকে যুক্তরাজ্যের সম্মানসূচক MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) খেতাবে ভূষিত করা হয়।
- বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি ও লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে MBE খেতাবের জন্য মনোনীত করা হয়।
- ৬ আগস্ট ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে খেতাবের স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

❖ নারী কোপা আমেরিকা

নারী কোপা আমেরিকা ২০২৫	
আয়োজন	দশম
আয়োজক	CONMEBOL
সময়কাল	১১ জুলাই-২ আগস্ট ২০২৫
অংশগ্রহণকারী দল	১০টি
স্বাগতিক	ইকুয়েডর
ভেন্যু	৩টি
মোট ম্যাচ	২৫টি
চ্যাম্পিয়ন	ব্রাজিল (নবমবার)
রানার্সআপ	কলম্বিয়া
সেরা খেলোয়াড়	মার্তা (ব্রাজিল)
সর্বোচ্চ গোলদাতা	আমান্দা গুয়েতেরেস। (ব্রাজিল) ও ক্লাউডিয়া মার্টিনেজ (প্যারাগুয়ে)
ফেয়ার প্লে ট্রফি	আর্জেন্টিনা

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ UEFA Women's EURO 2025

UEFA Women's EURO 2025	
আয়োজন	১৪তম
আয়োজক	UEFA
সময়কাল	২-২৭ জুলাই ২০২৫
অংশগ্রহণকারী দল	৮টি
স্বাগতিক	সুইজারল্যান্ড
ভেন্যু	৮টি
মোট ম্যাচ	৩১টি
চ্যাম্পিয়ন	ইংল্যান্ড (দ্বিতীয়বার)
রানার্সআপ	স্পেন
সেরা খেলোয়াড়	আইতানি বোনমাতি (স্পেন)
সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়	মিশেলি আগেম্যাং (ইংল্যান্ড)
সর্বোচ্চ গোলদাতা	ইসথার গোঞ্জেলি (স্পেন)

❖ Shanghai Cooperation Organisation (SCO) শীর্ষ সম্মেলন- ২০২৫

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫	
তম	২৫তম
সময়কাল	৩১ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
স্থান	তিয়ানজিন, চীন।

সেকশন ৫ – টিকা, সম্পাদকীয় ও তথ্য বিশ্লেষণ

১. ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও চীন-ভারত সম্পর্কের পুনর্গঠন

বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির অঙ্গনে চীন ও ভারতের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিরোধ এবং ভূরাজনৈতিক টানাপড়েন এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি—চীন ও ভারতকে পুনরায় কাছাকাছি নিয়ে আসছে। ২০২৫ সালের আগস্টে তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠক এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ কূটনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

সীমান্ত সমস্যা ও কূটনৈতিক আলোচনার পুনরারম্ভ

২০২০ সালে লাদাখে সংঘর্ষের পর চীন-ভারত সম্পর্ক দীর্ঘদিন টানাপড়েনের মধ্যে ছিল। তবে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সাম্প্রতিক ভারত সফরের মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনার পুনরায় সূচনা হয়েছে। অনির্ধারিত সীমান্ত অঞ্চলগুলোর অগ্রাধিকারভিত্তিক সমাধান, যোগাযোগ ও বিমান চলাচল পুনরারম্ভ, এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে নতুন গতি দিতে পারে। ভিসা সুবিধা সহজীকরণও এই প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পানি সমস্যা ও পাকিস্তান প্রসঙ্গ

আন্তঃসীমান্ত নদী যেমন ব্রহ্মপুত্রকে ঘিরে সহযোগিতা আলোচনায় এসেছে। চীনের বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য উদ্বেগের বিষয়। পাশাপাশি পাকিস্তান প্রসঙ্গও আলোচনায় আসতে পারে। চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র পাকিস্তানের স্বার্থে সিন্ধু পানি চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হতে পারে, অন্যদিকে ভারত সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ ও কাশ্মির নিয়ে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করবে।

মার্কিন-ভারত সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপট

মার্কিন প্রশাসনের ভারতীয় পণ্যের ওপর ধারাবাহিকভাবে উচ্চ শুল্ক আরোপ ভারতের অর্থনীতিতে সরাসরি আঘাত হেনেছে। বিশেষত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ভারতের রফতানি বাজারে তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ২০২৬ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০.৩–০.৬ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসতে পারে। ওষুধ, টেক্সটাইল ও আইটি খাত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ছাড়া কাশ্মির ইস্যুতে মার্কিন অনীহা এবং পাকিস্তানের প্রতি তাদের নরম অবস্থান নয়াদিল্লির জন্য কৌশলগত হতাশার কারণ হয়েছে।

বৈশ্বিক কৌশলে ভারতের পুনর্বিন্যাস

মার্কিন চাপের প্রতিক্রিয়ায় মোদি সরকার এখন 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' নীতি পুনর্জীবিত করছে। রাশিয়া ও ব্রাজিলের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা, চীনের সঙ্গে সতর্ক সংলাপ পুনরারম্ভ, এবং ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় রফতানি বাজার সম্প্রসারণ এই কৌশলের অংশ। মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর ওপর ডিজিটাল কর আরোপ কিংবা পাল্টা শুল্ক আরোপের বিষয়টিও ভারতের হাতে বিকল্প প্রতিক্রিয়া হিসেবে রয়েছে।

চীন-ভারত সহযোগিতার সম্ভাবনা

চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ভারত দ্রুত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে চলেছে। বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ এই দুই দেশে বাস করে। বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার আরও ন্যায়সংগত বণ্টনের লক্ষ্যে চীন ও ভারতের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সার্বভৌমত্ব, সভ্যতাভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা এবং গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রবণতা—এসব ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে মিল বিদ্যমান। যদিও সীমান্ত বিরোধ ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি করে, তবু ভবিষ্যতে বৈশ্বিক মঞ্চে দুই দেশের মধ্যে আরও সহযোগিতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

চীন-ভারত সম্পর্ক নতুন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতির ফলে নয়াদিল্লি বিকল্প জোট ও অংশীদারিত্ব খুঁজছে। এই প্রেক্ষাপটে মোদি-শি বৈঠক কেবল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নয়, বরং এশিয়ার ভবিষ্যৎ ভূরাজনীতিকেও প্রভাবিত করবে। বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা ও আঞ্চলিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের সহযোগিতা আসন্ন দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম নির্ধারক হয়ে উঠতে পারে।

২. বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি: অর্থনৈতিক সংকট ও নীতি চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য নিরসনে ইতিবাচক সাফল্য দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতা, করোনা মহামারির প্রভাব, বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট মিলিয়ে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি আবারও অবনতির দিকে যাচ্ছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা এবং বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে একটি উদ্বেগজনক চিত্র।

দারিদ্র্যের সাম্প্রতিক চিত্র

পিপিআরসির গবেষণা অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ২৭.৯৩ শতাংশে। অথচ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের জরিপে এই হার ছিল মাত্র ১৮.৭ শতাংশ। অর্থাৎ গত তিন বছরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, দারিদ্র্যসীমার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর ১৮ শতাংশ হঠাৎ কোনো দুর্যোগে আবার দারিদ্র্যের নিচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বৈষম্য

গবেষণায় দেখা গেছে, শহরাঞ্চলের মানুষের আয় কমলেও ব্যয় বেড়েছে। অপেক্ষাকৃত গরিব পরিবারগুলো আয়ের চেয়ে বেশি খরচ করতে গিয়ে ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে। একটি

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পরিবারের মোট ব্যয়ের প্রায় ৫৫ শতাংশই খাবারের পেছনে যাচ্ছে, পাশাপাশি শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয়ও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি ও সাধারণ মানুষের জীবন

রাজধানীর বাজারগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন দাম সাধারণ মানুষের জীবনকে কঠিন করে তুলেছে। পটল, বরবটি, শাক-সবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের দাম সাধারণ আয়ভুক্ত মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে অনেক পরিবারে খাদ্যাভ্যাস সীমিত হয়ে পড়েছে। টিসিবির পণ্য নিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

দুর্নীতি ও সামাজিক সুরক্ষার সংকট

গবেষণায় দেখা গেছে, জুলাই মাসের অভ্যুত্থানের পর ঘুষ কিছুটা কমলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। সরকারি অফিসে দুর্নীতি ও অনিয়ম এখনো ব্যাপক। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোতেও অনিয়ম বিদ্যমান, ফলে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সহায়তা প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ

অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্য বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন—

১. উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি,

২. কর্মসংস্থানে কাঠামোগত উন্নতির অভাব,

৩. সামাজিক সুরক্ষায় অদক্ষতা ও দুর্বলতা।

বিশ্বব্যাংকের সতর্কতা

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসবে না। বরং এ বছর প্রায় ৩০ লাখ মানুষ অতি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়বে। এতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে যে সাফল্য অর্জন করেছিল, তা এখন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির দক্ষ বাস্তবায়ন ছাড়া দারিদ্র্য মোকাবিলা সম্ভব নয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে অর্জিত উন্নয়ন ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

৩. বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক: ইতিহাস, আস্থা ও ভবিষ্যত

দীর্ঘদিনের নীরবতার পর সম্প্রতি বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। ২০২৫ সালের আগস্টে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ঢাকায় এসে চার দিনের সফরে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঠিক পরের দিন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার ঢাকায় এসে নীতিনির্ধারক ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই সফরে কেবল বৈঠকই নয়, বরং বাণিজ্য, কূটনীতি ও সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদারের জন্য একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

ইতিহাসের প্রভাব

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল নয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, নারী নির্যাতন এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছিল। এই ইতিহাস এখনও সম্পর্কের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। তাই বাংলাদেশকে যে কোনো কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার আগে জনগণের অনুভূতি ও আস্থার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

অমীমাংসিত ইস্যু ও আস্থার সংকট

ইসহাক দার দাবি করেছেন, একাত্তর সংক্রান্ত ইস্যু দুই দফায় সমাধান হয়েছে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, অতীতের অমীমাংসিত বিষয়গুলো এড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোলে সম্পর্ক স্থায়ী হবে না। জনগণের আস্থা না থাকলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই হয় না।

বাণিজ্য ও অর্থনীতি

দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নেই। বাংলাদেশের তুলনায় পাকিস্তান সীমিত খাতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য করতে সক্ষম। সরাসরি শিপিং লাইন চালু হওয়া, ঢাকা-করাচি বা ঢাকা-লাহোর বিমান যোগাযোগ এবং যৌথ বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ দুদেশের ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। তবে রাজনৈতিক আস্থা ও স্থায়িত্ব ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ফলাফল নিশ্চিত করা কঠিন।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহী। বিশ্লেষকরা মনে করেন, পাকিস্তান ভারতের প্রভাব কমাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ইসহাক দারের বৈঠকও এই প্রেক্ষাপটে হয়েছে।

বাংলাদেশের শর্তাবলী

বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রেখেছে। প্রথমত, ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের ক্ষতির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান। তৃতীয়ত, ১৯৭১ সালের পর দুই দেশে অবস্থানরত নাগরিকদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে সম্পর্ক স্থায়ী হবে না।

নতুন সম্পর্কের বাস্তবতা

সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সরাসরি শিপিং লাইন, বিমান যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে চাল, তুলা ও রাসায়নিক পণ্য আমদানি করছে এবং রপ্তানিতে পোশাক, পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক ও ফার্মাসিউটিক্যালস সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থী বিনিময়, সংবাদ সংস্থা সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে।

সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

তবে ইতিহাসের দায় ও ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধান না হওয়ায় আস্থা এখনও কম। রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্পর্ক স্থাপন হলেও জনগণ তা গ্রহণ করবে না। অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হলে আস্থা ও সমঝোতা অপরিহার্য।

ইসহাক দার ও জাম কামাল খানের সাম্প্রতিক সফর প্রতীকী ও কৌশলগত উভয় দিকেই নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তবে সম্পর্ক স্থায়ী ও টেকসই হবে কিনা, তা নির্ভর করছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান কতটা দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাস, রাজনীতি ও বাস্তবতাকে সমন্বয় করতে পারে তার ওপর। অতীতকে ভুলে না গিয়ে বর্তমান জাতীয় স্বার্থ ও বাস্তবতার আলোকে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়াই দুই দেশের জন্য গঠনমূলক পথ হতে পারে।

৪. রোহিঙ্গা ইস্যু: মানবিক বিপর্যয় ও আন্তর্জাতিক দায়

আট বছর আগে, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট, মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়। তখন লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তবে এই দীর্ঘ সময়ে তাদের নিজ দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। আগের কয়েকটি প্রত্যাবাসনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। বরং গত দেড় বছরে নতুন করে বাংলাদেশে আসে ১ লাখ ২৪ হাজার রোহিঙ্গা।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আদালত এ হত্যাযজ্ঞকে 'জেনোসাইড' হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গাদের জীবনমানের তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি। কারণ হিসেবে প্রধানত দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—প্রথমত, বাংলাদেশ সরকার তাদের শরণার্থী হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেয়নি; দ্বিতীয়ত, ভারত ও চীনের মতো প্রভাবশালী দেশগুলোর ভূরাজনৈতিক স্বার্থের কারণে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

শরণার্থী স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ

বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের সদস্য নয়। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের শরণার্থী মর্যাদা দিতে বাধ্য ছিল না। তাই সরকার তাদের 'ফোর্সিবলি ডিপ্লেসড মিয়ানমার ন্যাশনালস' বা 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে বাংলাদেশ মানবিক সহায়তা পেলেও দীর্ঘমেয়াদে রোহিঙ্গাদের স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়ার দায় বহন করতে বাধ্য হয়নি। একই সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে এ বার্তাও দেওয়া হয়েছিল যে রোহিঙ্গাদের স্থায়ী ঠিকানা মিয়ানমারেই।

তবে এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সফল হয়নি। কারণ রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবেশের ক্ষতি, অর্থনৈতিক বোঝা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতা

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো আঞ্চলিক শক্তিধর দেশগুলোর ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। মিয়ানমার চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) করিডর এবং ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'র অংশ। ফলে চীন ও ভারত উভয় দেশই মিয়ানমারের ওপর মানবিক চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে নিজেদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চীন ও রাশিয়ার ভেটোর কারণে মিয়ানমার কোনো বড় শাস্তির মুখোমুখি হয়নি।

আইনি পদক্ষেপ

গাম্বিয়া ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ২০২০ সালে আদালত একটি অস্থায়ী নির্দেশনা জারি করে, যাতে মিয়ানমারকে গণহত্যা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে মামলার চূড়ান্ত রায় এখনো হয়নি। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক বিতাড়নের অপরাধ তদন্ত করছে। বাংলাদেশ রোম সংবিধির সদস্য হওয়ায় এ অপরাধ আংশিকভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সংঘটিত হওয়ায় আদালত এখতিয়ার অর্জন করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি।

দায় ভাগাভাগির সংকট

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শরণার্থী সুরক্ষায় সব রাষ্ট্রের মধ্যে দায় ভাগাভাগি থাকা উচিত। কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রায় এককভাবেই দায়িত্ব পালন করছে। মিয়ানমারের নাগরিকত্ব অস্বীকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অপর্যাপ্ত তহবিল ও দীর্ঘস্থায়ী শরণার্থী ব্যবস্থাপনার বাস্তবিক চ্যালেঞ্জের কারণে এই বোঝা আরও বাড়ছে। ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাপ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও প্রত্যাবাসনের চ্যালেঞ্জ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর টেকসই সমাধান খুঁজতে ২০২৫ সালের ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনের স্টেকহোল্ডারস ডায়ালগ। এটি মূলত আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পাশে অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সংলাপ। এ বছরের ডিসেম্বরে কাতারে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় ধাপের সংলাপ।

এই তিন দিনের সংলাপে অংশ নেন দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশে কর্মরত কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। প্রথম দুই দিন আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও, শেষ দিন অংশগ্রহণকারীরা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোকে পরবর্তীতে নিউইয়র্ক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে।

সংলাপের দ্বিতীয় দিনে উদ্বোধনী বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য সাত দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবে রয়েছে—রোহিঙ্গাদের দ্রুত, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের জন্য বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ প্রণয়ন; দাতাদের অব্যাহত সমর্থন; মায়ানমার কর্তৃপক্ষ ও আরাকান আর্মির কাছে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও জীবিকা নিশ্চিত করার আহবান; রোহিঙ্গাদের সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপ ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা; আসিয়ানসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা; গণহত্যার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক আদালতে জবাবদিহি ত্বরান্বিত করা।

ড. ইউনূস উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে অবস্থানরত ১২ লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে গত ১৮ মাসে ১ লাখ ২৪ হাজার নতুন রোহিঙ্গা যোগ হয়েছে, যা সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা তহবিল কমিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পশ্চিমা বিশ্বের ১১টি দেশ—অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড—এক যৌথ বিবৃতিতে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনই নির্ধারণ করা সম্ভব নয় উল্লেখ করেছে। তারা মানবিক সহায়তার তহবিল কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সমাধানের জন্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার জানিয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকট শুধু মানবিক নয়; বরং জটিল রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও আইনি সমস্যার সমষ্টি। বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে এ সমস্যা মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব। তাই প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মহলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর চাপ সৃষ্টি এবং মিয়ানমারকে দায় স্বীকারে বাধ্য করার কার্যকর পদক্ষেপ। অন্যথায় রোহিঙ্গা সংকট আরও অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হবে, যা কেবল বাংলাদেশ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

৫. ডিপফেক: প্রযুক্তি নাকি বিভ্রান্তি

ডিপফেক হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি কৃত্রিম মিডিয়া কনটেন্ট, যা ছবি, ভিডিও বা অডিওর মাধ্যমে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়। এই প্রযুক্তি মূলত জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্কস (GANs) ব্যবহার করে কাজ করে, যেখানে একটি জেনারেটর কৃত্রিম কনটেন্ট তৈরি করে এবং একটি ডিসক্রিমিনেটর তা বাস্তব কিনা তা যাচাই করে। ২০১৭ সালে রেডিট প্ল্যাটফর্মে এই প্রযুক্তি প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে, যখন ব্যবহারকারীরা সেলিব্রিটিদের মুখ অন্য ভিডিওর সাথে অদলবদল করে ভাইরাল কনটেন্ট তৈরি করে। এই প্রযুক্তি বিনোদনের পাশাপাশি নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

যেভাবে কাজ করে

ডিপফেক তৈরির জন্য ডিপ লার্নিং মডেল ব্যবহার করা হয়, যা নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়। এই মডেলগুলো হাজার হাজার ছবি এবং ভিডিও থেকে মানুষের মুখের নড়াচড়া, অভিব্যক্তি এবং কণ্ঠস্বরের ধরন শিখে। প্রক্রিয়াটির প্রধান ধাপগুলো হলো:

প্রশিক্ষণ: এআই মডেলকে বিপুল পরিমাণ ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে এটি মুখের বৈশিষ্ট্য, ত্বকের রঙ, আলো এবং অভিব্যক্তি শিখতে পারে।

ফেস সোয়াপিং: মডেলটি একটি ভিডিও বা ছবিতে একজনের মুখ অন্যের মুখ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, যাতে অদলবদলটি নির্বিঘ্ন দেখায়।

মুভমেন্ট সিঙ্ক্রোনাইজেশন: মুখের নড়াচড়া, অভিব্যক্তি এবং পেশির সূক্ষ্ম টান মূল ভিডিওর সাথে সমন্বয় করা হয়।

ভয়েস সংশ্লেষণ: কৃত্রিম ভয়েস তৈরি করে ব্যক্তির কথা বলার ধরন অনুকরণ করা হয়।

পরিশোধন: যেকোনো ত্রুটি সংশোধন করে কনটেন্টটিকে বিশ্বাসযোগ্য করা হয়।

ইতিবাচক ব্যবহার

ডিপফেক প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে বিনোদন, শিক্ষা এবং সৃজনশীলতা। চলচ্চিত্র শিল্পে এটি বিশেষ প্রভাব তৈরি, পুরনো ফুটেজ পুনর্গঠন বা ডাবিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ভিডিও তৈরি করে পাঠদান আরও আকর্ষণীয় করা যায়। বিজ্ঞাপন এবং বিপণনেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রচারণার জন্য।

নেতিবাচক প্রভাব

ডিপফেকের অপব্যবহার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

ভুয়া খবর ছড়ানো: রাজনৈতিক নির্বাচনে ভুয়া ভিডিও তৈরি করে জনমত প্রভাবিত করা। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে মার্কিন নির্বাচনে জো বাইডেনের ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

ব্ল্যাকমেলিং: ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও এডিট করে মানহানি বা হুমকি দেওয়া।

পর্নোগ্রাফি: ২০২০ সালে গার্ডিয়ানের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯৯% ডিপফেক ভিডিও নারী সেলিব্রিটিদের মুখ পর্নোগ্রাফিক কনটেন্টে ব্যবহার করেছে।

প্রতারণা: ব্যাংক বা অন্যান্য সেবায় কণ্ঠস্বর বা মুখের নকল করে প্রতারণা।

ডিপফেক শনাক্তকরণ প্রযুক্তি

ডিপফেক শনাক্তকরণে এআই-ভিত্তিক সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইক্রোসফট, ফেসবুক এবং ডিপট্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান ভিডিওর পিক্সেল অস্বাভাবিকতা, আলোর ত্রুটি এবং মুখের অভিব্যক্তির অসঙ্গতি পরীক্ষা করে ডিপফেক চিহ্নিত করে। অস্ট্রেলিয়ায়, এএপি ফ্যাক্ট-চেক এবং আরএমআইটি ফ্যাক্টল্যাব ভুয়া কনটেন্ট যাচাইয়ে কাজ করছে। ইনভিড-উইভেরিফজ টুলটি ভিডিও ফ্রেম বিশ্লেষণ এবং মেটাডেটা

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পরীক্ষার মাধ্যমে ডিপফেক শনাক্ত করে। সিএসআইআরও এবং টরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এআইআরও কেন্দ্রও এই ক্ষেত্রে গবেষণা করছে।

নৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ

ডিপফেক প্রযুক্তি নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এটি সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন তুলে। ভুয়া কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষতি হতে পারে। তাই, এর অপব্যবহার রোধে কঠোর আইন, প্রযুক্তিগত সমাধান এবং জনসচেতনতা প্রয়োজন।

ডিপফেক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি চমৎকার উদ্ভাবন হলেও এর অপব্যবহার মানব সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। বিনোদন ও শিক্ষার জন্য এর ইতিবাচক ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে, তবে নেতিবাচক প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, কঠোর আইন এবং সচেতনতা অপরিহার্য। সবাইকে ডিজিটাল কনটেন্টের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে, কারণ দেখা বা শোনা সবকিছুই সত্য নাও হতে পারে।

সমাপ্ত

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Live MCQ কী এবং কেন?

Live MCQ বাংলাদেশের **প্রথম প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন পরীক্ষাকেন্দ্র**। বাংলাদেশের সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন, বিসিএস ও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা) প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার্থীরা বেশ কয়েকটি সমস্যায় পড়েন, সেসব সমস্যার সমাধান করাই Live MCQ এর প্রধান লক্ষ্য। একটু বিস্তারিত বলা যাক -

বাংলাদেশের কয়েকটি চাকরির পরীক্ষা (যেমন, NTRCA, BJS) ছাড়া বাকি প্রায় সব চাকরির প্রিলি পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক। আপনি পড়াশুনা করলেন, মডেল টেস্টের বইতে পরীক্ষা দিয়ে ভাল নাম্বার পেলেন আর ভাবলেন যে কাট মার্কতো এমনই থাকে তাই প্রস্তুতি ঠিক আছে। আসলেই কি তাই?

পরিসংখ্যান বলে, চাকরিভেদে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করতে হলে আপনাকে প্রথম ৫-১০% এর মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে আপনি কোনভাবেই নিজের অবস্থান জানতে পারছেন না। কারণ, আপনি কখনোই প্রিলি পরীক্ষার আগে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। যেমন, বিসিএসের প্রিলির জন্য আপনি একা একা মডেল টেস্ট দিয়ে যে প্রশ্নে ১১০ পেলেন এবং আগের বছরের কাট মার্কগুলো দেখে নিশ্চিত ভেবে বসলেন যে প্রস্তুতি ঠিক আছে। আদতে দেখা যাবে, সেই একই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে, ৪ লাখ পরীক্ষা দিলে, ২৫ হাজার পাবেন ১২০ এর উপরে। পুরোটাই নির্ভর করছে প্রশ্ন কঠিন না সহজ হলো তার উপর। অর্থাৎ, এই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে আপনার পাশ করার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

প্রস্তুতির প্রকৃত অবস্থান জানতে আপনি যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠিক তাদের সাথেই পরীক্ষা দিতে হবে, একা নয়।

Live MCQ আপনাকে সেই সুযোগটি করে দিয়েছে। Live MCQ ব্যবহার করে, আপনি -

- ঘরে বসেই বিসিএস এবং অন্যান্য চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
- চূড়ান্ত পরীক্ষার মত একটি নির্দিষ্ট সময়ে হাজারো পরীক্ষার্থীর সাথে Live পরীক্ষায়/মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন।
- একই 'মডেল টেস্টে' সকল প্রতিযোগীর সাপেক্ষে আপনার প্রস্তুতি এবং অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন প্রকার আলাদা পরিশ্রম ও সময় ব্যয় না করে প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রেফারেন্সসহ পাবেন।
- আপনি যে কোন সময় আর্কাইভ থেকে পুরাতন প্রশ্নপত্র দেখতে ও পড়তে পারবেন এবং এই প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

Live MCQ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ✓ প্রকৃত প্রতিযোগীদের সাথে একই সময়ে LIVE মডেল টেস্ট।
- ✓ পুরোপুরি বিজ্ঞাপনমুক্ত (Ad Free)।
- ✓ চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত মডেল টেস্ট।
- ✓ বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য রয়েছে টপিকগুরু।
- ✓ প্রতি সপ্তাহে ২০০ মার্কের ফ্রি মডেল টেস্ট।
- ✓ স্মার্ট সার্চের মাধ্যমে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা সহজেই খুঁজে পাওয়ার সুযোগ।
- ✓ কনফিউজিং ও বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা **(তথ্যকল্পদ্রুম)**।
- ✓ নিজের মত করে টপিক, প্রশ্নসংখ্যা ও সময় নির্ধারন করে কুইজ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ।
- ✓ বিষয়ভিত্তিক ভিডিয়ো ক্লাস ও ক্লাস টপিকের উপর পরীক্ষা।
- ✓ প্রতি পরীক্ষার শেষে ভুল ও ছেড়ে দেয়া প্রশ্নগুলো একসাথে দেখতে পাবেন Wrong and Unasnwered বাটনে।
- ✓ পরিবর্তিত তথ্যের জন্য রয়েছে **ডায়নামিক ইনফো প্যানেল**।
- ✓ নিয়মিত রিয়েল জবের উপর লাইভ পরীক্ষা ও জব সল্যুশনের সমৃদ্ধ আর্কাইভ।
- ✓ এপসের মধ্যেই পাবেন স্টাডি গ্রুপে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ।

প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই প্রস্তুতি নিন। আপনি এই দুইটির যেকোনো একটির মাধ্যমে আমাদের প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন:

Andriod App	ios App	Website
[Play Store Link]	[App Store Link]	livemcq.com

Join Now ▶ Google Play App Store Get it from Microsoft Mac App Store livemcq.com 01701377322